যুগান্তর

তারিখ 24 NOV 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের জন্য স্বতন্ত্র বোর্ড হচ্ছে

ইউসুফ আলী

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো পরিচালনার জন্য একটি 'স্বতন্ত্র বোর্ড' গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। এলক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যানকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করেছে। কমিটি স্বতন্ত্র বোর্ড গঠনের একটি খসড়া আইন প্রস্তুত করেছে। শিগগিরই এ খসড়া যাচাই-বাছাইয়ের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম একটি নিয়মের মধ্যে আনতে অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের আদলে এই স্বতন্ত্র বোর্ড গঠন করা হবে। এ বোর্ড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর বই, সিলেবাস, পরীক্ষা ও ফলাফল ঘোষণাসহ সার্বিক বিষয় তদারকি করবে। খসড়া আইনে বোর্ড গঠনের পাশাপাশি আরও কিছু বিষয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে- এসব স্কুলের সিলেবাসের সঙ্গে বাংলা, গণিত ও ধর্ম এ তিনটি বিষয় আবশ্যিক হিসেবে পড়তে হবে। 'ও' লেভেল ও 'এ' লেভেল পর্যায়েও এসব বিষয় আবশ্যিক হিসেবে পঠিত হবে। শিক্ষার্থীদের সব বই এনসিটিবির অনুমোদন নিয়ে পড়াতে হবে। 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল পর্যায়ের বই এনসিটিবি অনুমোদনের

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম একটি নিয়মের মধ্যে আনতে অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের আদলে স্বতন্ত্র বোর্ড গঠন করা হবে

কবির যুগান্তরকে বলেন, স্বতন্ত্র বোর্ড গঠিত হলে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে বিরাজ
অব্যবস্থাপনা অনেকাংশে দূর হবে। রাজধানীতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের নির্দিষ্ট কোন পরিসং
নেই। তবে অনুসন্ধানে জানা যায়, রেজিস্ট্রেশনভুক্ত নিম্ন মাধ্যমিক স্তর অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে
লেভেল (দশম শ্রেণী) পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৯৪টি। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্কু
সংখ্যা ৩৬ এবং 'ও' লেভেল স্কুলের সংখ্যা ৫৮টি। রেজিস্ট্রেশন করেনি এমন শতাধিক স্কুল র
রাজধানীতে। সরকারিভাবে রেজিস্ট্রেশন করার নিয়ম থাক
নিয়ম-নীতি তোয়াক্কা না করে এসব স্কুল শিক্ষা কার্য
পরিচালনা করছে। স্কুলগুলোতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য
বোর্ডের (এনসিটিবি) সিলেবাসভিত্তিক নিয়ম পর্যন্ত লংঘন
হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে নির্বিকার। ষষ্ঠ থেকে
শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের রেজিস্ট্রেশন দেয় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউ
মাউশি সূত্রে জানা যায়, ১৯৯৯ সাল থেকে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলো রেজিস্ট্রেশনভুক্ত করার নি
দেয়া হয়। ওই সময় থেকে এ পর্যন্ত ৩৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন করেছে। এর মধ্যে ২
সালের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করেছে ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ২০০৪ সালে ৭টি এবং ১৯৯৯ থেকে ২
সালের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন নিয়েছে ৪টি শিক্ষা হচ্ছে : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

হচ্ছে : বোর্ড

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠান। ২০০৬ সালে এ পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির জন্য আবেদন জমা পড়েছে মাত্র ৩টি।

'ও' লেভেল পর্যায়ের স্কুলগুলোর রেজিস্ট্রেশন দেয় ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট বিভাগে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, রাজধানীতে ১০৯টি 'ও' লেভেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে এ পর্যন্ত ৫৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে রেজিস্ট্রেশন নিয়েছে। ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার যোগ্য। ২৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির জন্য এ পর্যন্ত কোন আবেদনই করেনি। তাদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য চিঠি দেয়া হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাজধানীতে পাঁচ শতাধিক কিন্ডারগার্টেন স্কুল রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের এসব স্কুলের রেজিস্ট্রেশন দেয়ার কথা। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর থেকে জানানো হয়, মাউশি এসব স্কুলের রেজিস্ট্রেশন দেয়। কোন কিন্ডারগার্টেন স্কুল রেজিস্ট্রেশন নিয়েছে এমন কোন তথ্য তাদের কাছে নেই। ফলে কোন নিয়মনীতি না মেনেই এসব স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আবার এসব স্কুলের মধ্যে মাত্র দুটি স্কুলে এনসিটিবির সিলেবাস অনুসরণ করা হচ্ছে। অন্যসব স্কুলে এনসিটিবি প্রণীত কারিক্যুলাম অনুযায়ী পড়ানো হচ্ছে না। স্কুলগুলোর নিজস্ব কারিক্যুলাম অনুযায়ী পাঠদান করা হচ্ছে। সিলেবাসের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশকে উপেক্ষা করে স্কুলের নিজস্ব কারিক্যুলামকেই প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে।